চলমান জীবন জিজ্ঞাসা :
বিবিধ প্রসঙ্গ

সম্পাদনা
ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

Pritam Katham

Chalaman Jiban-Jiggasa: Bibidha Prasanga
Edited by Pintu Roychoudhury

© মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISBN: 978-93-93534-11-8

প্রকাশক
অক্ষরযাত্রা প্রকাশন
আনন্দগোপাল হালদার
৭২ দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩
মোবাইল +৯১৯৪৭৪৯০৭৩০৭
ই-মেল: aksharyatrabook@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

প্রচ্ছদ
রোচিষ্ণু সান্যাল

বিনিময়
তিনশত পঁচাত্তর টাকা

সূচিপত্র

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ভাবনা

শামসুর রাহমান: সময় ও সমাজের কথাকার	শামস্ আল্দীন	১৭
সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য, উপলব্ধি ও বাস্তবতা	জগন্নাথ মেইকাপ	২৯
সিকান্দার আবু জাফরের সিরাজ-উ-দ্দৌলা ও সাঈদ আহমদের শেষ নবাব নাটকে দেশীয় চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ	মো. আব্দুর রহমান	৩৩
আরেক ফাল্গুন: আন্দোলনে নারীর ভূমিকা	নাজিয়া ফেরদৌস	৪৫
নামকরণ সংস্কার ও বর্তমানে তার প্রভাব	সুতপা গিরি	৫১
সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা	বিশ্বজিৎ সামন্ত	৫৮
Writing as a sword of creating an Identity: Sharankumar Limbale's 'Akkarmasi'	Deblina Acharyya	৭৫
The Floating World of Memory and Language: Constructing and Confronting the past in Kazuo Ishiguro's An Artist of the Floating world	Taniya Neogi	৮২
मन्दराचरित्रमन्थनम्	शम्भु-मान्ना	৮৯
न्यायनये शब्दशक्तिविमर्शः	डॉ. मनोरञ्जन दासः	৯৩

সমাজ-সংস্কার-শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা

ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং আন্দোলনসমূহ: একটি পর্যালোচনা	জ্যোতি মিত্র	৯৭
দেহোপজীবিনীর অবস্থান ও অধিকারের লড়াই: পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা	পিন্টু রায়চৌধুরী	১১০
বিয়ের গীত: নারীর প্রতি নারীর বৈরী মনোভাব	নাজিয়া ফেরদৌস	১২৪
ভারতীয় গণতন্ত্র ও মিডিয়ার ভূমিকা	সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী	১২৯
ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলে মহিলাদের অবস্থা ও মানবিধিকার কমিশনের প্রাসঙ্গিকতা (১৯৪৭-২০১৫)	সনাতন অধিকারী	১৩৬
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা	চন্দন নাড়ু	১৪০

A Critical Concept of National Integration and the Role of a Teacher in India	Kingshuk Karan	১৪৬
Online Learning Challenges & How to overcome this Problems	Biswajit Garai	১৫১

ইতিহাস-দর্শন-শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক ভাবনা

বেদের যুগে নারী স্বাধীনতা	অমৃত দাশ	১৬০
নীতিশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমকালীন বিশ্বে প্রাসঙ্গিকতা	ভরত মালাকার	১৬৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: একটি অন্বেষণ	প্রসেনজিৎ ঘোষ	১৭১
সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীজির দর্শন ও আগামী দিনের বিশ্ব	অলক রঞ্জন খাটুয়া	১৮০
পতিতজনের বন্ধু লালন	বঙ্গ রাখাল	১৮৯
রবীন্দ্রদর্শন ও পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিক দর্শনের যোগসূত্র	সুতপা সাহা	১৯৫
বিরল পথিক শিবদাস ঘোষ	সমীর মণ্ডল	২০৪
আদিবাসী সমাজের লোকচিকিৎসা: চর্চা ও অভ্যাস	কৃষ্ণবন্ধু দাস	২১১
Health Risks by Food Additives and Color: An Indian Scenario	Bidhan Chandra Samanta	২১৭
ব্যবসা ও উদ্ভাবনী চিন্তা	স্বপনকুমার মিশ্র	২২৫
লেখক পরিচিতি		২২৮

রবীন্দ্রদর্শন ও পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিক দর্শনের যোগসূত্র

সুতপা সাহা

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নৃত্য, গীতবাদ্য ও অভিনয়ের নতুন এক ধারার সঙ্গে পরিচিত হয় কলকাতার শিক্ষিত ধনীসমাজ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দেখা যায় এই চর্চার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ। এই আগ্রহ থেকেই ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির দুই ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে দেখা গেল— দেশি ও বিদেশি যন্ত্রে দেশি গতের অর্কেস্ট্রা, বাংলা— ভাষায় গান ও নাচ বহুল বিয়োগান্ত নাটক, বাংলা স্বরলিপি, যাত্রা— থিয়েটারের কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার এবং ইটালিয়ান অপেরার অনুকরণে বাংলা গীতিনাট্য।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয়ের প্রথম সুযোগ কলকাতার যে কটি পরিবারের মাধ্যমে ঘটেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার। প্রিন্স দ্বারকানাথের মাধ্যমে এই যোগাযোগের সূত্রপাত। ১৮১৩ তে ইংরেজদের শখের অভিনয় সংস্থা 'দি চৌরঙ্গি থিয়েটার'-এর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সূত্রেই সঙ্গীতপ্রিয় দ্বারকানাথের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে। শুধু পরিচয়ই নয়, রীতিমতো পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের চর্চাও করেছিলেন তিনি। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রেই। দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররাও ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সনিষ্ঠ চর্চা করতেন। অর্থাৎ গানবাজনার দেশি-বিলিতি সব ধারাই ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়ায় মিলেমিশে সমৃদ্ধির ঐকতান হয়ে উঠেছিল। পরিবারের সেই গীতপ্রবাহে রবীন্দ্রমানসের বিকাশ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একাধারে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ পাঠে নিমগ্ন হয়ে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে একগুচ্ছ বৈষ্ণব ভাষা ও ভাবাশ্রিত পদ রচনার অধিকারী হয়েছিলেন তেমনই বিলাত ভ্রমণ সাঙ্গ করে মাত্র ২০ বৎসর বয়সেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের ভাবের সমন্বয় সাধন করে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধও রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই রচনাগুলি সংগীতের ক্ষেত্রে বর্তমানের ভাষ্য অনুযায়ী গবেষণাধর্মী কাজ বলা যায়।

সংগীত নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রথম ফসল বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্য। এই রচনার গানগুলির মধ্যে দিয়ে একধরনের অপেরাধর্মী নাট্যরস প্রয়োগ করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন কবি। হাসি, কান্না, আর্তনাদ, বেদনা ইত্যাদি মানসিক ভাষাগুলি সুরে প্রয়োগ করে বাংলার সংগীত জগতকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন।

সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা নামে 'সংগীত ও ভাব' এর পাশাপাশি আর